

(উ) paragraph 31 এর পর নিম্নরূপ নতুন paragraph 31A সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

æ31A. Income from capital gains from transfer of machinery or plant used for the purpose of business or profession.”।

৩৬। (১) উপ-ধারা (২), (৩) এবং (৫) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, ২০০৩ সালের ১লা জুলাই তারিখে আরদ্ধ কর বৎসরের জন্য কোন কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই আইনের তফসিল-৩ এ নির্দিষ্ট কর হার অনুযায়ী আয়কর ধার্য হইবে।

(২) ২০০৩ সালের ১লা জুলাই তারিখে আরদ্ধ কর বৎসরে বাংলাদেশে নিবাসী কোন করদাতা যদি বাংলাদেশের বাহিরে উদ্ভূত কোন আয় ব্যাংকিং চ্যানেল (banking channel) এ বাংলাদেশে আনয়ন করে, তাহা হইলে তাহার ঐ আয়ের উপর কোন আয়কর প্রদেয় হইবে না।

(৩) ২০০৩ সালের ১লা জুলাই তারিখে আরদ্ধ কর বৎসরে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশের কোন নাগরিক (individual) যদি বাংলাদেশের বাহিরে উদ্ভূত কোন আয় ব্যাংকিং চ্যানেল (banking channel) এর মাধ্যমে বাংলাদেশে আনয়ন করে, তাহা হইলে তাহার ঐ আয়ের উপর কোন আয়কর প্রদেয় হইবে না।

(৪) যে সকল ক্ষেত্রে Income-tax Ordinance এর SECOND SCHEDULE (লটারী আয় সংক্রান্ত) প্রযোজ্য হইবে সেই সকল ক্ষেত্রে আরোপনযোগ্য কর উক্ত SCHEDULE অনুসারেই ধার্য করা হইবে, কিন্তু করের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রয়োগ করিতে হইবে।

(৫) Income-tax Ordinance এর Chapter VII অনুসারে কর কর্তনের নিমিত্ত তফসিল-৩ এ (আয়কর হার সংক্রান্ত) বর্ণিত হার ২০০৩ সালের ১লা জুলাই তারিখে আরদ্ধ এবং ২০০৪ সালের ৩০শে জুন তারিখে সমাপ্য বৎসরের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৬) এই ধারা এবং এই ধারার অধীন আরোপিত আয়কর হারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত “মোট আয় (total income)” বলিতে Income-tax Ordinance এর বিধান অনুসারে নিরূপিত মোট আয় (total income) বুঝাইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২ নং আইন) এর সংশোধন

৩৭। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২ নং আইন), অতঃপর মূল্য সংযোজন কর আইন বলিয়া উল্লিখিত, এ ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪কক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪কক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“(৪কক) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী স্বত্বেও, সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এতদুদ্দেশ্যে সময় সময়, নির্ধারিত কোন সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বোর্ড কর্তৃক, আদেশ

১৯৯১ সনের ২২ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন

দ্বারা, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সেবা গ্রহণকারী বা, ক্ষেত্রমত, সেবা মূল্য বা কমিশন পরিশোধকারী কর্তৃক সেবামূল্য বা কমিশন পরিশোধকালে উৎসে আদায় বা কর্তনপূর্বক সরকারী ট্রেজারীতে জমা করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি কোন প্রকল্পের আওতায় কোন সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর যদি সেবা গ্রহণকারী বা, ক্ষেত্রমত, সেবা মূল্য বা কমিশন পরিশোধকারী ব্যক্তি সেবা মূল্য বা কমিশন পরিশোধকালে বোর্ড কর্তৃক, আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত পদ্ধতিতে উৎসে আদায় বা কর্তনপূর্বক সরকারী ট্রেজারীতে জমা করেন এবং উক্ত সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত সমুদয় সেবা উহার অংশবিশেষ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন সাব-কন্ট্রোলার, এজেন্ট বা অন্য কোন সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত সেবা প্রদানকারীর সাব-কন্ট্রোলার, এজেন্ট বা নিয়োগকৃত অন্য কোন সেবা প্রদানকারী ব্যক্তির নিকট হইতে, উক্ত সেবার উপর প্রাথমিক পর্যায়ে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর আদায় বা কর্তন এবং সরকারী ট্রেজারীতে জমা প্রদানের দালিলিক প্রমাণাদি উপস্থাপন সাপেক্ষে, পুনরায় উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায় করা যাইবে না।”।

১৯৯১ সনের ২২ নং
আইনের ধারা ৯ এর
সংশোধন

৩৮। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ৯ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (ছছ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ছছ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“(ছছ) ধারা ৫ এর-

(অ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পণ্যের করযোগ্য মূল্য ভিত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন উপকরণের বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;

(আ) উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় শর্তাংশে উল্লিখিত ব্যবসায়ী কর্তৃক ক্রয়কৃত উপকরণের উপর পরিশোধিত উপকরণ কর;

(খ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২ক) ও (২খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

“(২ক) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (২) এর অধীন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশের ফলে কোন ব্যক্তি সংস্কৃত হইলে, তিনি উক্ত নির্দেশের বিরুদ্ধে উক্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উর্ধ্বতন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার নিকট লিখিত আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন।

(২খ) উপ-ধারা (২ক) এর অধীন কোন লিখিত আপত্তি দাখিল করা হইলে, উক্ত কর্মকর্তা লিখিত আপত্তি দাখিলের তারিখ হইতে সাত কার্যদিবসের মধ্যে আপত্তি দাখিলকারী ব্যক্তিকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদানপূর্বক, উহা নিষ্পত্তি করিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তার অনুরূপ কোন আদেশ চূড়ান্ত হইবে।”।

৩৯। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশের “পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান বা আমদানী বা রপ্তানী ব্যবসায় পরিচালনা কেন্দ্রীয়ভাবে করা হয় এবং উহার হিসাব-নিকাশ ও রেকর্ডপত্র অনুরূপভাবে সংরক্ষিত হয়, সেইক্ষেত্রে বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, শুধুমাত্র উক্ত পণ্য সরবরাহের” শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে “পণ্য সরবরাহ, উৎপাদন পর্যায়ে ব্যতীত, বা সেবা প্রদান বা আমদানী বা রপ্তানী ব্যবসায় পরিচালনা কেন্দ্রীয়ভাবে করা হয় এবং উহার হিসাব-নিকাশ ও রেকর্ডপত্র অনুরূপভাবে সংরক্ষিত হয়, সেইক্ষেত্রে বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, শুধুমাত্র উক্ত পণ্য সরবরাহ, উৎপাদন পর্যায়ে ব্যতীত” শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৯৯১ সনের ২২ নং
আইনের ধারা ১৫ এর
সংশোধন

৪০। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

১৯৯১ সনের ২২ নং
আইনের ধারা ১৯ এর
সংশোধন

“(৩) যদি কোন ব্যক্তির নিবন্ধন বাতিল হয় এবং নিবন্ধন বাতিলের তারিখ হইতে কোন কর বা শুল্ক রেয়াত বা চলতি হিসেবে অন্য কোন জের পাওনা থাকে, তাহা হইলে উক্ত রেয়াত বা জের, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ফেরৎ পাওয়ার অধিকারী হইবে, তবে এইক্ষেত্রে ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশে বিধৃত ছয় মাসের মধ্যে ফেরৎ প্রদানের দাবী উত্থাপনের শর্ত প্রযোজ্য হইবে না।”।

৪১। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ২০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

১৯৯১ সনের ২২ নং
আইনের ধারা ২০ এর
সংশোধন

“২০। মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাগণের নিয়োগ- বোর্ড, এই আইন ও বিধি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত যে কোন এলাকার জন্য যে কোন ব্যক্তিকে-

- (ক) কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;
- (খ) কমিশনার (আপীল), মূল্য সংযোজন কর;
- (গ) অতিরিক্ত কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;
- (ঘ) যুগ্ম কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;
- (ঙ) উপ-কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;
- (চ) সহকারী কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;
- (ছ) সুপারিনটেনডেন্ট, মূল্য সংযোজন কর;
- (জ) ইন্সপেক্টর, মূল্য সংযোজন কর;
- (ঝ) অন্য যে কোন পদবীর মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা;

নিয়োগ করিতে পারিবে।”।

১৯৯১ সনের ২২ নং
আইনের ধারা ২৬ এর
সংশোধন

৪২। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের “আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে” শব্দগুলির পরিবর্তে “পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৯৯১ সনের ২২ নং
আইনে নূতন ধারার
সংযোজন

৪৩। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ২৬ এর পর নূতন ধারা ২৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

“২৬ক। স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ের সুপারিনটেনডেন্ট কর্তৃক হিসাব পরীক্ষা সংক্রান্ত বিধান।- ধারা ২৬ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ের সুপারিনটেনডেন্ট কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তির উৎপাদন বা সরবরাহ বা সেবা প্রদান বা ব্যরসায়স্থল পরিদর্শন এবং মজুদপণ্য, সেবা ও হিসাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন।”।

১৯৯১ সনের ২২ নং
আইনের ধারা ৩৭ এর
সংশোধন

৪৪। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (২) এর-

(ক) দফা (এঃএঃ) এর পর নিম্নরূপ দফা (এঃএঃএঃ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

“(এঃএঃএঃ) এই আইন বা বিধির অধীন কোন পণ্য অপসারণের ক্ষেত্রে চলতি হিসাবে যে পরিমাণ, যাহা দ্বারা জমাকৃত অর্থের এবং প্রদত্ত উপকরণ কর বাবদ প্রাপ্য রেয়াতের সমষ্টির দ্বারা প্রদেয় উৎপাদন কর পরিশোধ বা সমন্বয় করা যায়, জের রাখা প্রয়োজন কিন্তু সেই পরিমাণ জের না রাখিয়া পণ্য অপসারণ করেন।”;

(খ) দফা (ট) এর “(এঃএঃ)” সংখ্যা ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে “(এঃএঃএঃ)” সংখ্যা ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দফা (ট) এর পর দণ্ড সম্পর্কিত বিধানের “অন্যনূন পঁচিশ হাজার এবং অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা” শব্দগুলির পরিবর্তে “অন্যনূন পঁচিশ হাজার ও অনূর্ধ্ব তিন লক্ষ টাকা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৯৯১ সনের ২২ নং
আইনের ধারা ৫৫ এর
সংশোধন

৪৫। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ৫৫ এর উপাস্তটীকার পরিবর্তে নিম্নরূপ উপাস্তটীকা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“অনাদায়ী ও কম পরিশোধিত মূল্য সংযোজন করসহ অন্যান্য শুল্ক-কর আদায়।-”।

১৯৯১ সনের ২২ নং
আইনের ধারা ৫৫ এর
সংশোধন

৪৬। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ৫৫ এর উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪) সংযোজিত হইবে, যথা:-

“(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন শুল্ক ও কর প্রদানের জন্য যেই ব্যক্তির নিকট হইতে দাবী করা হয়, সেই ব্যক্তি লিখিতভাবে উক্ত দাবীকৃত অর্থ কিস্তিতে পরিশোধের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে কমিশনার তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও কিস্তিতে উক্ত দাবীকৃত অর্থের মধ্য হইতে অর্থদণ্ড ও জরিমানার অর্থ পরিশোধের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কিস্তি প্রদানের সময়সীমা ছয় মাসের অতিরিক্ত হইবে না।”।

৪৭। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ৫৯ এর প্রাস্তস্থিত “দাঁড়ি” এর পরিবর্তে “কোলন” প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:-

১৯৯১ সনের ২২ নং আইনের ধারা ৫৯ এর সংশোধন

“তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্বাবর বা অস্বাবর সম্পত্তি বা মালিকানা ক্রয়কারী ব্যক্তি প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুদ্ধ পরিশোধ করা বিষয়ে কোন তফসিলী ব্যাংকের নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল করিলে যথোপযুক্ত বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট কমিশনার তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে উহা হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।”।

৪৮। মূল্য সংযোজন কর আইনের দ্বিতীয় তফসিল এর-

১৯৯১ সনের ২২ নং আইনের দ্বিতীয় তফসিল এর সংশোধন

(ক) ক্রমিক নং ৪ এর-

(অ) দফা (গ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“(গ) জীবন বীমা পলিসি;”;

(আ) দফা (ঘ) ও (ছ) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) ক্রমিক নং ৬ এর দফা (ঙ) বিলুপ্ত হইবে।

৪৯। মূল্য সংযোজন কর আইনের তৃতীয় তফসিলের পরিবর্তে এই আইনের তফসিল-৪ এ বর্ণিত তৃতীয় তফসিল প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৯৯১ সনের ২২ নং আইনের তৃতীয় তফসিলের প্রতিস্থাপন

ষষ্ঠ অধ্যায়

অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৫ নং আইন) এর সংশোধন

৫০। অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৫ নং আইন) এর ৭ এর উপ-ধারা (১) এর “৩.৫%” সংখ্যা ও চিহ্নের পরিবর্তে “৪%” সংখ্যা ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৯৯৭ সনের ১৫ নং আইন এর ধারা ৭ এর সংশোধন

সপ্তম অধ্যায়

ভ্রমণ কর আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৫ নং আইন) এর সংশোধন

৫১। ভ্রমণ কর আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৫ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (গ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (গগ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

২০০৩ সনের ৫ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন

“(গগ) “শিশু” অর্থ অনধিক আঠার বৎসর বয়সের যে কোন ব্যক্তি;”।